সংবাদ

তারিখ ... 13 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

এইচএসসি পরীক্ষা আসন্ন ঃ বরিশাল বোর্ডের ১২টি কেন্দ্র অতি ঝুঁকিপূর্ণ

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ আগামী ২৯শে মে দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডে একযোগে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। একই সঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে একই দিনে আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা শুরু হবে।

দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ৫ লাখ ৩০ হাজার ৩শ' ৩০ জন। এর মধ্যে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২ হাজার ৯শ' ৩৭ জন। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে মোট পরীক্ষার্থী ৯২ হাজার ৪শ' ৪৬ জন।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২শ' ২৪টি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা মোট ৭৫টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। বরিশাল জেলায় ৭৪টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ২৫টি কেন্দ্রে, পটুয়াখালী জেলায় ৪৩টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ১০টি কেন্দ্রে, ভোলা জেলায় ২৬টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ১১টি কেন্দ্রে, বরগুনা জেলায় ২৫টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ৭টি কেন্দ্রে, ঝালকাঠি জেলায় ২৩টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ৯টি কেন্দ্র থেকে পরীক্ষায় অংশ নেবে। এ বছর বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের দু'টি কেন্দ্র বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্র দু'টি হলো পিরোজপুর জেলার জিয়া নগর ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র ও ভোলা জেলার বোরহানদ্দিন মহিলা কলেজ কেন্দ্র। বরিশাল শিক্ষা বোর্ড ৭৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ১২টি কেন্দ্রকে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলো হলো বরিশাল জেলার মুলাদি কলেজ, বাকেরগঞ্জ সরকারি কলেজ, কলসকাঠি ডিগ্রি কলেজ, সরকারি গৌরনদী কলেজ, আগৈলঝারা ডিগ্রি কলেজ, বাইশারীর সৈয়দ বজলুল হক কলেজ, পটুয়াখালী জেলায় দুমকি জনতা কলেজ, ভোলা জেলায় সরকারি শাহবাজপুর কলেজ, চরফ্যাশন কলেজ, ঝালকাঠি জেলায় রাজাপুর ডিগ্রি কলেজ, কাঁঠালিয়ার তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কলেজ ও আমুয়ার শহীদ রাজা কলেজ কেন্দ্র। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে গৌরনদী সরকারি কলেজ ও আগৈলঝারা কলেজ কেন্দ্রকে অতীব ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে।

বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি জবরদখল ঃ জামাত নেতার বিরুদ্ধে মামলা

জামাত নেতা মো. ইউনুস মিয়া কর্তৃক বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির দোতলা জোরপূর্বক দখল করে শিরিন কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনে জনমনে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ থানায় মামলা দায়ের করেছেন। ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান সিরাজুল ইসলাম বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় উল্লেখ করা হয়, জামাত নেতা লাইব্রেরির ১৬ হাজার টাকার ক্ষতিসাধন করেছেন।

অন্যদিকে বরিশালের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ পাবলিক লাইব্রেরি জবরদখলকারীর হাত থেকে মুক্ত করার দাবি জানিয়ে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক ও লাইব্রেরি কমিটির সভাপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর কাছেও লাইব্রেরিটিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে পাঠকদের উপযোগী করে তোলার দাবি জানিয়ে পৃথক স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে। বরিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়র মজিবর রহমান সারোয়ার পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করে লাইব্রেরি ভবন থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছেন।